"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করতে, যার দ্বারা তোমরা সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তকে জেনে বুদ্ধিমান হয়েছো"

*প্রশ্নঃ - আত্মা আর শরীর দুই-ই পবিত্র করার তথা রাজপদের অধিকার প্রাপ্ত করার সহজ বিধি কি ?

*উত্তরঃ - তোমাদের কাছে দেহ-সহ যাকিছু পুরোনো অবগুণ রয়েছে তা এক্সচেঞ্জ (অদল-বদল) করে দাও। বাবার কাছে সঁপে দাও। সম্পূর্ণরূপে বলিপ্রদত্ত হও, বাবাকে ট্রাস্টি বানিয়ে নাও। শ্রীমতানুসারে চলতে থাকো তাহলে আত্মা এবং শরীর দুই-ই পবিত্র হয়ে যাবে। রাজপদ প্রাপ্ত হয়ে যাবে। জনকও বলিপ্রদত্ত হয় তখন তার জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়, তোমরা বাচ্চারাও বাবাকে ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) বানাও তাহলে ২১ জন্মের অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

*গীতঃ- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে। এই ভক্তরা ভগবানকে আহবান করে থাকে। ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে না জানার কারণে মানুষ কত দুঃখী। ভক্তি মার্গে মানুষ কত মাথা ঠুকতে (চাপড়াতে) থাকে। কেবল এই জন্মের কথা নয়। যখন থেকে ভক্তিমার্গ শুরু হয়েছে তখন থেকেই ধাক্কা খেতে থাকে। ভারতেই পূজ্য দেবী-দেবতার রাজ্য ছিল। স্বর্গ, সত্য- ভূখণ্ড বলা হত। এখন হলো ভারত মিথ্যা-ভূখন্ড। ভারতের মহিমা অত্যন্ত প্রবল কারণ ভারতই পরম পিতা পরমাত্মার বার্থপ্লেস (জন্মস্থান)। তাঁর আসল নামই হলো শিব। শিবজয়ন্তী পালন করা হয়। রুদ্র বা সোমনাথ জয়ন্তী বলা হয় না। শিব জয়ন্তী বা শিবরাত্রি বলা হয়ে থাকে। এখন সকলেই হলো নয়নহীন, বুদ্ধিহীন কারণ সকলের মধ্যেই ৫ বিকার প্রবেশ করেছে। রাবণ নয়নহীন আর বুদ্ধিহীন বানিয়ে দিয়েছে, একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে। ভারত যখন স্বর্গ ছিল তখন দুঃখের নামও ছিল না। স্বর্গের স্থাপনাকার হলেন হেভেনলি গডফাদার। এখন সকল ভক্তদের ভগবান তো অবশ্যই এক হওয়া উচিত, তাই না ! সকলেই হলো নয়নহীন অর্থাৎ জ্ঞানের চক্ষু বা ডিভাইন ইনসাইট (অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন) নেই । ভগবানুবাচ আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা হলো মুখ্য। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত এর দ্বারা তোমাদের বুদ্ধিমান বানানো হয়ে থাকে। দিব্য চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানের তৃতীয়-নেত্র প্রদান করেন তিনি । বাস্তবে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের প্রাপ্ত হয, যার দ্বারা তোমরা বাবাকে এবং বাবার রচনার আদি, মধ্য, অন্তকে জেনে যাও।

এই সময় সর্বব্যাপী হলো - দেহ অহংকার বা ৫ বিকার, সেইজন্য সকলেই ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। বাচ্চারা, তোমাদের কাছে আলো রয়েছে। তোমাদের আত্মা সমগ্র ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি জেনে গেছে। পূর্বে তোমরা সকলেই অজ্ঞানতার মধ্যে ছিলে। সদ্গুরু জ্ঞান-অঞ্জন দিয়েছেন, অজ্ঞানতার অন্ধকারের বিনাশ..... যারা পূজ্য ছিল পুনরায় তারাই পূজারী হয়ে গেছে। পূজ্য থাকে আলোয়, পূজারী থাকে অন্ধকারে। পরমাত্মাকে আপনিই পূজ্য, আপনিই পূজারী বলতে পারা যায় না। তিনি তো হলেনই পরমপূজ্য, সকলকে পূজ্যে পরিণতকারী। ওঁনাকে বলা হয়ে থাকে পরমপূজ্য পরমপিতা পরমাত্মা। কৃষ্ণকে থোড়াই এমন বলবে। তাঁকে সকলেই গডফাদার বলবে না। নিরাকার গডকেই সকলে গডফাদার বলে। হলেন তিনিও আত্মা কিন্তু তিনি হলেন পরম, সেইজন্য ওঁনাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। আত্মা এবং পরমাত্মার রূপ হলো একই। অবশ্যই আমরা হলাম আত্মা, ওই পরমাত্মা হলেন সদাই পরমধাম নিবাসী। ইংরেজীতে ওঁনাকে সুপ্রিম সোল বলা হয়ে থাকে। বাবা বলেন তোমরা গেয়েও থাকো - "আত্মা পরমাত্মার থেকে পৃথক থেকেছে বহুকাল.... এইরকম নয় যে পরমাত্মা পরমাত্মার থেকে পৃথক থেকেছে বহুকাল, না। প্রথম নম্বরের অজ্ঞানতা হলো "আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আত্মা" বলা। আত্মা তো জন্ম- মৃত্যুতে (চক্রে) আসে। পরমাত্মা থোড়াই পুনর্জন্মে আসে। বাবা বসে বুঝিয়ে থাকেন, তোমরা ভারতবাসী স্বর্গবাসী পূজ্য ছিলে। এ তো সমগ্র ঈশ্বরীয় ফ্যামিলি হয়ে গেল, তাই না ! আচ্ছা এ তো বলো যে তোমরা মাতা-পিতা কাকে বলে থাকো ? এ কথা কে বলে ? আত্মা বলে তোমরা মাতা-পিতা.... তোমার কৃপায় অগাধ স্বর্গের সুখ..... আমাদের স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েছিল। তুমি অর্থাৎ মাতা-পিতা এসে স্বর্গের স্থাপনা করো, আমরা তোমার সন্তান হই। বাবা বলেন আমি সঙ্গমে এসেই রাজযোগ শেখাই নতুন দুনিয়ার জন্য।

বাবা এসে বুঝিয়ে থাকেন তোমরা আমাকে ভুলে গেছো। আমার তো শিবজয়ন্তীও ভারতেই পালন করো, তাই না ! গাওয়াও হয়ে থাকে শিবরাত্রি, কোন রাত্রি? এ হলো ব্রহ্মার অসীম জগতের রাত। সঙ্গমে এসে রাত থেকে দিন অর্থাৎ নরক

থেকে স্বর্গ তৈরী করেন। শিবরাত্রির অর্থও কারোর জানা নেই। ঈশ্বর হলেন নিরাকার। মানুষের তো প্রতি জন্মে শরীরের নাম বদল হয়ে যায়। পরমাত্মা বলেন আমার কোনো দৈহিক নাম নেই। আমার নাম হলোই শিব। আমি কেবল বৃদ্ধ বাণপ্রস্থ শরীরের আধার নিয়ে থাকি। তিনি পূজ্য ছিলেন, এখন পূজারী হয়েছেন। শিব বাবা এসে স্বর্গ রচনা করেন। আমরা ওঁনার সন্তান তাহলে অবশ্যই আমাদের স্বর্গের মালিক হওয়া উচিত, তাই না ! সেই শিববাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু (সর্বোচ্চ)। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের নিজের নিজের ভূমিকা রয়েছে। প্রত্যেক অ্যাক্টরের পার্ট হয় নিজস্ব। প্রত্যেক আত্মার নিজস্ব সুখের পার্ট নির্ধারণ করা রয়েছে। বাবা প্রতিকল্পে এসে ভারতবাসীদের স্বর্গবাসী করেন, তা ভুলে গেছো। বলে থাকে অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে। আরে, এখন তো নরক তাহলে পুনর্জন্মও নরকেই নেবে, তাই না ! তাহলে আবার তোমরা তাকে নরকের ভোজন কেন করাও? অপবিত্র ব্রাহ্মণদের খাওয়াও, পেঁয়াজ ইত্যাদি খাইয়ে থাকো। ওখানে থোড়াই এসব হয়। তাহলে দেখো ভারতের কি হাল (অবস্থা) হয়ে গেছে ! ভগবানুবাচ - এখন আমি তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করি। তোমরা পুনরায় রাজার-রাজা হয়ে যাবে। দেবী-দেবতারা ৮৪ জন্ম ভোগ করে পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে গেছে। তোমরা জানো যে আমরা শিববাবার উত্তরাধিকারী হয়েছিলাম। শিব বাবা স্বর্গবাসী করেছিলেন তবেই তো ওঁনাকে সকলে স্মরণ করে। ও গডফাদার! দয়া করো। সাধুও সাধনা করে থাকে কারণ এখানে দুঃখ রয়েছে তাই নির্বাণধামে যেতে চায়। আত্মা পরমাত্মায় বিলীন তো হয়ে যায় - এ'কথা মনে করা ভুল। এখন তোমরা বলে থাকো যে আমরা আত্মারা পরমধামে বসবাস করি। আমরা আত্মারাই দেবী-দেবতা কুলে আসবো, তারপর ৮৪ জন্ম ভোগ করবো। আমরাই আত্মারা পুনরায় দৈবীকুল, ক্ষত্রিয়কুল থেকে বৈশ্য, শূদ্র কুলে আসবো। শিববাবা জন্ম-মৃত্যুতে আসে না, কেবল এসে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন। গাওয়াও হয়ে থাকে, সত্যযুগে সূর্যবংশী শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টি (রাজত্ব) ছিল। যেমন খ্রীস্টান ঘরানায় এডওয়ার্ড দি ফার্স্ট, এডওয়ার্ড দি সেকেন্ড, থার্ড চলতে থাকে। তেমনই ওখানেও লক্ষ্মী-নারায়ণ দি ফার্স্ট, লক্ষ্মী-নারায়ণ দি সেকেন্ড, থার্ড এরকম ৮টি ডিনায়েস্টি চলে। এখন তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের তৃতীয় নেত্র খুলেছে। বাবা বসে আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। তোমরা এ'ভাবে ৮৪-র চক্র ঘুরে এত-এত জন্ম নিয়ে এসেছো। বর্ণেরও একটি চিত্র বানানো হয়, যেখানে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বানানো হয়। এখন তোমরা জানো যে আমরা ব্রাহ্মণরাই হলাম কেশ-শিখা (টিকি)। প্র্যাকটিক্যালি এইসময় আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। এই সময় আমাদের রাজযোগ এবং জ্ঞানের দ্বারা অগাধ সুখ প্রাপ্ত হয়। কেউ সূর্যবংশী রাজা-রানীর উত্তরাধীকার প্রাপ্ত করে, কেউ চন্দ্রবংশীয়। সমগ্র রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। প্রত্যেকে নিজেদের পুরুষার্থের দ্বারা সেই পদপ্রাপ্ত করবে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে এখন পড়তে পড়তে যদি আমাদের শরীর ছেড়ে যায় তবে কি পদপ্রাপ্ত করবো? তা বাবা বলতে পারবেন। যোগের দ্বারাই আয়ু বৃদ্ধি হয়, বিকর্ম বিনাশ হয়। পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। 'পতিত-পাবন' বললেই ভগবান স্মরণে চলে আসে। ভগবান কে -- তা জানে না। বাবা বলেন -- আমি আসিই ভারতে, এ হলো আমার জন্মস্থান। সোমনাথের মন্দির কত জাঁকজমক পূর্ণ ছিল। এ'কথা বাবাই বাচ্চাদের বোঝান, যার পরে আবার শাস্ত্র তৈরি হয়। ভক্তিমার্গেই এই স্মারক-চিহ্ন তৈরি হওয়া শুরু হয়। যখন পূজারী হয়ে যায় তখন সর্ব প্রথমে সোমনাথের মন্দির নির্মাণ করে। ভারত তো সত্যযুগ-ত্রেতায় অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ছিল। মন্দিরে প্রচুর ধনসম্পদ থাকতো। ভারত হীরেতুল্য ছিল, এখন তো কাঙ্গাল কড়িতুল্য হয়ে গেছে।

পুনরায় বাবা এসে ভারতকে হীরেতুল্য করেন। সমগ্র বৃক্ষ জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা বলেন নিজের চেহারা তো দেখো, লক্ষ্মী-নারায়ণ-কে বরণ করার উপযুক্ত হয়েছো? নারদের কাহিনী রয়েছে, তাই না ! পতিত আত্মা পবিত্র লক্ষ্মী অথবা নারায়ণকে কীভাবে বরণ করবে? বিকারে গেলে তখন আবার পাসপোর্ট ক্যান্সেল হয়ে যায়। নিজেই নিজেকে দেখতে পারা যায় যে আমরা এইরকম পুরুষার্থ করে থাকি যাতে বাবা-মা এর সিংহাসনে আসীন হতে পারি। এ হলোই পতিত দুনিয়া, পবিত্রতা হলো মুখ্য। এখন তো না হেল্থ, না ওয়েল্থ, না হ্যাপিনেস আছে। এ হলো মরীচিকার মতন (মৃগতৃষ্ণা) রাজ্য। এর উপরেও দুর্যোধনের কাহিনী শাস্ত্রে রয়েছে। দুর্যোধন বিকারীকে বলা হয়ে থাকে। দ্রৌপদী বলে আমার সম্ভ্রম রক্ষা করো। এরা হলো দ্রৌপদীরা, তাই না ! বাবা কত ভালোভাবে বুঝিয়ে থাকেন। বুদ্ধিযোগ যত সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হয়ে থাকবে তত ধারণাও হবে। নলেজ ব্রহ্মচর্যতেই পড়া হয়ে থাকে। বাবা বলেন - গৃহস্থী জীবনে থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হবে। দুই দিকেই সম্পর্ক রাখতে হবে, মরতেও হবে অবশ্যই। মৃত্যুর সময় মানুষকে মন্ত্র দেওয়া হয়। বাবা বলেন তোমরা সকলেই এখন মৃত্যুবরণ করবে। আমি কালেরও কাল সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই, তাহলে খুশি হওয়া উচিত, তাই না ! তারপর যে ভালোভাবে পড়বে সে স্বর্গের মালিক হবে। না পড়লে তো প্রজাপদ পাবে। এখানে তোমরা এসেছো রাজ্যপদ পাওয়ার জন্য। এ হলো পড়াশোনা, এখানে অন্ধ শ্রদ্ধার কথা নেই। এই পড়াশোনা হলো রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য। যেমন ওই পড়াশোনার এইম অবজেক্ট রয়েছে, ব্যারিস্টার যে হবে সে তো যোগ অবশ্যই শিক্ষা প্রদানকারী টিচারের সাথে রাখবে। এখানে তোমাদের ভগবান পড়ান। তাহলে ওঁনার সঙ্গে যোগ যুক্ত হতে হবে। বাবা

বলেন আমি বহুদূর পরমধাম থেকে আসি। পরমধাম কত উচ্চ। সূক্ষ্মলোক থেকেও উচ্চ। ওখান থেকে আসতে আমার এক সেকেন্ড লাগে। তাঁর থেকে তীক্ষ্ণ আর কিছুই হতে পারে না। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রদান করি। জনকের উদাহরণ রয়েছে, তাই না? এখন নরক হলো পুরোনো দুনিয়া। নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয়ে থাকে। বাবা নরকের বিনাশ ঘটিয়ে স্বর্গের স্থাপনা করায়। এছাড়া ওঁনাকে সর্বব্যাপী বললে কি প্রাপ্ত হবে? কিছুই না। বাবা এসে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। বাকি সব আত্মারা শান্তিধামে চলে যাবে। আত্মা হলো অমর, তাঁর ভূমিকাও অবিনাশী (অমর) প্রাপ্ত হয়েছে। তাহলে আত্মা ছোট-বড় কীভাবে হতে পারে ! আত্মা হলোই স্টার। বড়-ছোট হতে পারে না। এখন তোমরা হলে গডফাদারলি স্টুডেন্টস্, গড ফাদার হলেন নলেজফুল, ব্লিসফুল। তিনি তোমাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা জানো যে এই পড়ার মাধ্যমে আমরাই দেবী-দেবতা হয়ে যাব। তোমরা ভারতের সেবা করছো। সর্বপ্রথমে তো বাবার হতে হবে। বাকি জগৎ তো গুরুর কাছে যায়, তার হয়ে যায় অথবা তাকে নিজের গুরু করে। এখানে তো হলেন বাবা। তাহলে প্রথমে বাবার বাচ্চা হতে হবে। বাবা বাচ্চাদের নিজের বিষয়-সম্পত্তি দেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা এক্সচেঞ্জ করো। তোমাদের অবগুণ আমার, আমার সবকিছু তোমাদের। দেহ-সহ যাকিছু রয়েছে সে'সব কিছুই আমাকে দিয়ে দাও, আমি তোমাদের আত্মা এবং শরীর দুই পবিত্র করে দেবো, তারপর আবার রাজ্যপদও দেবো। তোমাদের কাছে যা কিছু রয়েছে তা অর্পণ করে দাও। আমাকে ট্রাস্টি বানাও, আমার শ্রীমতানুসারে চলো। জনক রাজ্যভাগ্য-সহ বলি প্রদত্ত হয়েছিল সেইজন্য তার জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। বাবা এই সবকিছুই তোমার। বাবা বলেন - আমাকে উত্তরাধিকারী (ওয়ারিশ) বানাও, আমি ২১ জন্ম তোমাদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিই। কেবল আমার মতানুসারে চলো। অবশ্যই কাজকর্ম (চাকরী-বাকরী) করো, বিদেশে যাও, যা কিছুই করো, কেবল আমার মতানুসারে চলো। সতর্ক থাকতে হবে। মায়া প্রতিমুহূর্তে আছাড় মারবে (নিক্ষেপ করবে)। কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমতানুসারে চলতে হবে তবেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। বাবা হলেন দাতা, কেবল তোমাদেরকে ট্রাস্টি করেন। তোমরা বলেও থাকো যে এই বাচ্চা, ধন-সম্পদ ইত্যাদি সবই ভগবানের দেওয়া। ভগবান এখন বলেন আমাকে দিয়ে দাও। আমি এক্সচেঞ্জ করে দিচ্ছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি - শ্রীমতানুসারে চললে তোমাদের এ'রকম শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দেবো। এ হলো রাজযোগ। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও এই রাজযোগের দ্বারাই এমন হয়েছেন। বিড়লারা যারা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির নির্মাণ করেছেন, স্বয়ং তিনিও জানেন না যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ এত ঐশ্বর্যশালী কীভাবে হয়েছেন ! এখন বাবা বুঝিয়ে থাকেন - এখানকার গরীব ওখানে ধনবান হবে ধনবানদের সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) মাতা-পিতার সিংহাসনে আসীন হওয়ার জন্য পবিত্রতার ধারণা করতে হবে। দুই দিকের ভারসাম্য বজায় রেখে পড়াশোনার উপরে সম্পূর্ণ ধ্যান রাখতে হবে।

২ ) কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকতে হবে। অবশ্যই ট্রাস্টি হতে হবে।

*বরদানঃ-* নিজের ললাটের মধ্যস্থলে সর্বদা বাবার স্মৃতি ইমার্জ রাখা মস্তকমণি ভব

মস্তকমণি অর্থাৎ যার মস্তকে অর্থাৎ ললাটে সর্বদা বাবার স্মৃতি থাকে, একেই উঁচু স্টেজ বলা হয়। নিজেকে সর্বদা এইরকম উচ্চ স্টেজে অবস্থানকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে করে এগিয়ে চলতে থাকো। যে এইরকম উঁচু স্টেজে থাকে সে নিচের অনেক প্রকারের কথাকে (বিষয়) সহজেই পার করে নেয়। সমস্যা নিচে থেকে যায় আর নিজে উপরে চলে যায়। মস্তকমণির স্থান হলো উঁচু মস্তকে, সেইজন্য নিচে এসো না, সর্বদা উপরেই থাকো।

*স্লোগানঃ-* 'বেফিকর বাদশা'র স্থিতিকে অনুভব করতে হলে 'আমার'-কে 'তোমার'-এ পরিবর্তন করে দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;